দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের পাঠাগারের অবস্থা

পাঠাগার বা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা নিষ্প্রয়োজন। বরং এ বিষয়ে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে পাঠাগারের আন্দোলন জোরদার করা এবং সেই সাথে প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে পাঠাগার গড়ে তোলা।

এদিকে গ্রামের স্কুল-কলেজগুলোতে পাঠাগার আছে শুধু নামে মাত্র। কোথাও আবার সেটুকুও নেই। এর ফলে বই পড়ার ও জ্ঞান আহরণের নেশা তরুণ বয়সেই সৃষ্টি করে নেয়ার সুযোগ হয় না। এসব স্কুল-কলেজে বছরান্তে কিছু কিছু বই নিয়মিত কেনা হলে অবশ্যই এক একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে উঠতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে লাইব্রেরী ফি আদায় করা হয়, অথচ নিয়মিত বই কেনা হয় না। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

এমনকি প্রাইমারী স্কুলেও লাইব্রেরী গড়া যায়। প্রাইমারী পর্যায়ে সরকার বিনামূল্যের বই দিচ্ছেন। অথচ সামর্থ আছে এমন পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও বিনামূল্যে বই পাচ্ছে।

কিছুকাল হতে সঠিক বই পড়ার একটা আলোচনা চালানো হচ্ছে। কিন্তু পাঠকবর্গ কি বই পড়বে? শিক্ষিতের সংখ্যা এমনিতেই কম, আর বই বলতে বুঝায় আমদানী করা কিংবা চোরাই পথে আসা নিদেনপক্ষে অর্থলোভী প্রকাশকদের ব্যবসায়ী বুদ্ধির কৌশলে কলিকাতার বই এদেশে ছাপানো কিছু বই।

সরকারীভাবে বিভিন্ন পাঠাগারে দেয় অর্থে ক্রয়কৃত পুস্তকের কর্তব্য দেশী কিংবা দেশীয় ছাপমার্কা বিদেশী বই সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলে আদৌ আছে কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। দফায় দফায় কাগজের মূল্যবৃদ্ধি করে সেই সাথে ছাপা খরচের অন্যান্য মূল্য আকাশচুম্বী করে দেশীয় লেখকদের পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় প্রকারান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। অতীতে একটি নিয়ম ছিল। কোন লেখকের একটা সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশিত হলে তার এমন সংখ্যক কপি পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে ক্রয় করা হতো যাতে প্রকাশকের ছাপা খরচ কিংবা কাগজের দাম উঠে যেতো। এটি অবশ্যই দাতাগিরি নয়। বরং দেশের লাইব্রেরীসমূহের প্রয়োজনেই ইদানীং তা আর নেই বললে চলে। ফলে যা হওয়ার তা হচ্ছে। বিদেশী বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী দেশের বই বাজার ছেয়ে গেছে। আর আমরা সম্ভবতঃ সেই বিদেশী বই সম্বল করেই জেলা উপজেলায় এমনকি প্রতি ইউনিয়নে পাঠাগার স্থাপনের স্বপ্ন দেখছি।

—মোহাম্মদ এনামুল হক (বাবু)